১২৪ রানের শেষ জিম্বাবুয়ে

শুরুতেই বাংলাদেশের বোলারদের তোপে বিপর্যয়ে জিম্বাবুয়ে। ৪১ রানের মধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে সিকান্দার রাজার দল। সেখানে থাকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সম্মানজনক পুঁজি পেয়েছে সফরকারীরা। ওয়েলিংটন মাসাকাদজা ও ক্লাইভ মানদান্দের ব্যাটে ভর করে বাংলাদেশকে ১২৫ রানের টার্গেট দিয়েছে জিম্বাবুয়ে।

শুক্রবার (৩ মে) চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে টস জিতে জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠান টাইগার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন সান্ত। টস হেরে ব্যাট করতে প্রথম ওভারে দুই চারের সাহায্যে ৮ রান সংগ্রহ করে জিম্বাবুয়ে। এরপর দ্বিতীয় ওভারে বোলিংয়ে এসেই বাংলাদেশকে উইকেট উপহার দেন স্পিনার শেখ মেহেদি। রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান ক্রেগ আরভিন।

এরপর জয়লর্ড গাম্বি ও ব্রায়ান বেনেটে মিলে শুরুর ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিছুটা আগ্রাসী ব্যাটিং করতে থাকেন বেনেট। তবে দলীয় ৩৬ রানে তিন উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জিম্বাবুয়ে।

গাম্বি ১৪ বলে ১৭, বেনেট ১৫ বলে ১৭ ও রানের খাতা খোলার আগেই সাজঘরে ফিরে যান অধিনায়ক রাজা। এরপর দ্রুতই আরও দুই উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। রানের খাতা খোলার আগেই সেন উইলিয়ামস ও রায়ান বার্ল। ৩৮ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারিয়ে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে জিম্বাবুয়ে।

এরপর দলীয় ৪১ রানে আবারও উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। ৬ বলে মাত্র ২ রান করে ফিরে যান লুক জঙ্গি। তার বিদায়ের পর ক্রিজে আসা ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে সঙ্গে নিয়ে বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ক্লাইভ মানদান্দে। ৭৫ রানের জুটি গড়েন এই দুই ব্যাটার।

তবে দলীয় ১১৬ রানে ৩৯ বলে ৪৩ রান করা মানদান্দেকে আউট করে ব্রেক থ্রু এনে দেন তাসকিন। মানদান্দের বিদায়ের পর দ্রুতই জোড়া উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে ১২৪ রানে অলআউট হয় জিম্বাবুয়ে। বাংলাদেশের পক্ষে তাসকিন ও সাইফুদ্দিন নেন ৩টি করে উইকেট।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জামাল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে জিম্বাবুয়ে সিরিজের জন্য আবাহনী হারায় সেরা ১০ ক্রিকেটারকে। আর শেখ জামাল দলকে শক্তিশালী করতে বিদেশের মাটি থেকে উড়িয়ে আনে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে।

গতকাল সাভারের বিকেএসপির ৪ নম্বর মাঠে একাদশ সাজাতেই যেন যুদ্ধ করতে হয় খালেদ মাহমুদ সুজনের আবাহনীকে। শেষ মুহূর্তে জাতীয় দল থেকে ফেরত পাওয়া তানজিম হাসান সাকিব, তানভীর ইসলাম ও আফিফ হোসেন ধ্রুবকে পেয়ে যেন কিছুটা স্বস্তিই পান কোচ সুজন। আর তাতেই করেন বাজিমাত। বলা চলে আবাহনীর ‘দ্বিতীয় দল’ মাঠে নামিয়েও সফল হলেন তিনি। সাকিবদের শেখ জামালকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ২ ম্যাচ হাতে রেখেই এবারের ডিপিএল শিরোপা নিশ্চিত করেছে আবাহনী।

এই জয়ের পরে অনেকে বলছেন, আবাহনীর জার্সিতে যদি কোনো নতুন খেলোয়াড়কেও মাঠে নামানো হয়, তাহলে তারাও জয় তুলে নিতে পারবে। ক্লাবটির জার্সির ক্ষমতাই নাকি এমন! তবে সেটি যাই হোক, গতকাল দলটি যেভাবে জয় তুলে নিয়েছে সেটি কেবল জার্সির ক্ষমতায় নয়, শক্তি দেখিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেই আদায় করতে হয়েছে। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকতের নেতৃত্বে তীব্র গরম ভেদ করে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচটিতে আবাহনী শেষ ওভারের শেষ বলে যে জয় তুলে নিল, সেটি যেন ফাইনাল ম্যাচেরই রোমাঞ্চ ছড়িয়েছে।

সকাল ৯টায় প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ২৬৭ রান করে শেখ জামাল। এই ম্যাচে এত রান তোলার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সাকিব-জিয়াউর রহমানরা। ১৫ রানের মধ্যে ৩ উইকেট হারানোর পরে শেখ জামালের হাল ধরেছিলেন সৈকত আলি ও সাকিব। দুজনের ৭২ রানের জুটিটে শুরুর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে দলটি। ৪৪ রান করে সৈকত ও ৪৯ করে সাকিব ফিরলে আবারও থমকে যায় শেখ জামাল।

সে সময়ে দলকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নেন নুরুল হাসান সোহান। দলীয় অধিনায়ক সোহান ৪১ রান করে আউট হলে শেষদিকে ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করেন জিয়াউর। ৫৮ বলে ৬টি চার ও ৮টি ছক্কায় ৩৭ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার করেন ৮৫ রান। তাতে রান গিয়ে দাঁড়ায় ২৬৭-তে। অথচ জিয়াউর ঝড়ের আগে মনে হয়েছিল, এই রান ২০০ পার করবে না।

২৬৮ রানের জবাবে আবাহনীর দুই ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম শেখ ও সাব্বির হোসেন ফেরেন ৬০ রানের মধ্যে। যেখানে সাব্বির মাত্র ৬ রান করেই বিদায় নেন। তবে এরপরে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বিজয় ও

আফিফ। তাদের ১০৩ রানের জুটিটে আবাহনী হেঁটে চলে জয়ের দিকে। তবে বলে বলে রান দরকার পড়ায় কিছুটা চাপেও থাকে দলটি। চাপ থাকলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে এগিয়ে চলেন সুজনের শিষ্যরা। শেষ পর্যন্ত উইকেটে থেকে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক সৈকত। এই জয়ের পেছনে বিজয়ের ব্যাট থেকে এসেছে ৬৭ রান, আফিফের ৮৩, নাহিদুল ইসলামের ২৪। শেষ দিকে তানজিম সাকিব ও রাকিবুল হাসান দুটি বাউন্ডারি মেরে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান। বাকি কাজটুকু সারেন অধিনায়ক সৈকত।

ম্যাচশেষে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত বলেছেন, ‘দারুণ, আসলে গর্বের মতো একটা বিষয়। আমি জানতাম ২৬০-২৭০ রান মোকাবিলা করা সহজ হবে। কিন্তু শেষের দিকে বল ঠিকমতো ব্যাটে আসছিল না, তাতে রান তোলা একটু কঠিন হয়ে যায়। তবে ব্যাটারদের যেভাবে ব্যাট করা দরকার ছিল, তারা সেভাবে এগিয়ে গেছে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। শেষে রাকিবুল ও সাকিবের একটি করে বাউন্ডারি আমাদের দলের জন্য খুবই জরুরি ছিল। এগুলোর জন্যই আমরা ম্যাচ জিতি। আমরা মাত্র পাঁচ জন ব্যাটার নিয়ে খেলছিলাম। সুতরাং সকলেই জানতেন আমাদের দায়িত্ব কতটুকু। আমি এই জয়ের কৃতিত্ব তাদেরকে দিব। বিজয় ও আফিফকে ধন্যবাদ দেই। আমরা শেষ দুই ম্যাচ জয় দিয়েই শেষ করতে চাই।’ এ দিকে গাজী গ্রুপকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে তামিম ইকবাল-মুশফিকুর রহিমদের প্রাইম ব্যাংক ও অপর ম্যাচে শাইনপুকুরের বিপক্ষে ৮ রানের জয় পেয়েছে মোহামেডান। তবে সবকিছু ছাপিয়ে আবাহনীর ম্যাচই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ভারতের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

আগামী ১ জুন থেকে ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। বিশ্বকাপ দলে বেশ চমক রেখে ভারত।

মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক করে ১৫ দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি, যশপ্রীত বুমরাহর মতো

অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা। এছাড়া ১৬ মাস পর দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার রিশভ পন্থ।

বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ ক্রিকেটাররা যশস্বী জয়সওয়াল। তবে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন শুভমান গিলের মতো ক্রিকেটার। তার সঙ্গে কপাল পুড়েছে রিংকু সিংহের।

ভারতের বিশ্বকাপ দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, রিশভ পন্ত, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবাম দুবে, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, আর্শদীপ সিং, যসপ্রীত বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজ।

সূত্র: ইত্তেফাক

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা বাংলাদেশের

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। চোটের কারণে দীর্ঘ ১৮ মাস দলের বাইরে থাকা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ফিরছেন এই সিরিজ দিয়ে।

এছাড়া ১৫ সদস্যের এই দলে সাইফুদ্দিন ছাড়াও ফিরেছেন আফিফ হোসেন, পারভেজ হোসেন ও তানভীর ইসলাম। আফিফ মূলত অফ ফর্মের কারণে বাদ পড়েছিলেন। তবে সম্প্রতি ডিপিএলে ভালো করায় তাকে দলে ফিরিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

ডিপিএলে পারফর্ম করায় সুযোগ মিলেছে পারভেজ হোসেন ইমনেরও। এই তরুণ ওপেনার ডিপিএলে ধারবাহিক রান পেয়েছেন। পারভেজ দেশের হয়ে একমাত্র টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি খেলেছেন ২০২২ সালের জিম্বাবুয়ে সফরে।

এছাড়া আর টি-টোয়েন্টি দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেলেন ওপেনার

তানজিদ হাসান।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন এনামুল হক, তাইজুল ইসলাম ও নাঈম হাসান। চোটের কারণে নেই সৌম্য সরকার ও আলিস আল ইসলাম।

বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), লিটন দাস, তানজিদ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান, পারভেজ হোসেন, তানভীর ইসলাম, আফিফ হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

সূত্র: ইত্তেফাক

যুক্তরাষ্ট্রে মেসির অনন্য রেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) লিওনেল মেসির জাদু চলছেই। চোট কাটিয়ে ফেরার পর থেকে দারুণ ছন্দে রয়েছেন ফুটবলের এ জাদুকর। আগের ম্যাচে ন্যাশভিলের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এদিকে আজ নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিপক্ষে ফের মেসির জোড়া গোলে ৪-১ ব্যবধানে বড় জয় পেল জেরার্দো মার্টিনোর দল।

বাংলাদেশ সময় রোববার (২৮ এপ্রিল) ভোর সাড়ে ৫টায় এমএলএসের ম্যাচে নিউ ইংল্যান্ড রেভুলেশনের বিরুদ্ধে মাঠে নামে ইন্টার মায়ামি। ম্যাচটিতে মেসির জোড়া গোলের পাশাপাশি দলের হয়ে বাকি দুটি গোল করেন বেঞ্জামিন ক্রেমাশ্চি ও লুইস সুয়ারেজ। প্রতিপক্ষের হয়ে গোলটি করেন টমাস চ্যাঙ্কালে।

খেলাটি দেখতে এদিন ফক্সবরোর জিলেট স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছিল ৬৫ হাজার ৬১২ জন দর্শক। যা স্টেডিয়ামটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

অবশ্য ঘরের মাঠে রেকর্ড দর্শকের সামনে শুরুতেই এগিয়ে যায় স্বাগতিক নিউ ইংল্যান্ড। ম্যাচের যখন মাত্র ৪০ সেকেন্ড, তখনই

স্বাগতিকরা এক গোলে এগিয়ে যায়। আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার টমাস চ্যাঙ্কালের গোলে এগিয়ে যায় নিউ ইংল্যান্ড। শুরুতে পিছিয়ে পড়ে একের পর এক আক্রমণ চালালেও কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পাচ্ছিলো না ইন্টার মায়ামি। অবশ্য সেই গোল শোধ দিতে মায়ামির সময় লাগে ৩২ মিনিট। রবার্ট টেলরের অ্যাসিস্টে দারুণভাবে জালের ঠিকানা খুঁজে নেন মেসি।

বিরতির পর আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের গোলেই এগিয়ে যায় মায়ামি। ৬৭ মিনিটে সের্হিও বুসকেতসের নিখুঁত পাস বেশ সহজেই নিয়ন্ত্রণে নেন মেসি। গোল করাটাও তার জন্য কঠিন কিছু ছিল না। ৮৩ মিনিটে হ্যাটট্রিক পেয়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। কিন্তু তার শট ঠেকিয়ে দেন নিউ ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক হাইনরিখ রাভাস। তবে ফিরতি শটে ঠিকই গোলের দেখা পান বেঞ্জামিন ক্রেমাসচি। এর পাঁচ মিনিট পর মেসির পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান লুইস সুয়ারেস।

এ নিয়ে চলতি মৌসুমে লিগে ৭ ম্যাচে ৯ গোল ও ৭ অ্যাসিস্ট করলেন মেসি। একইসঙ্গে মেজর লিগ সকারের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সল্ট লেকের স্ট্রাইকার ক্রিস্তিয়ান আরাঙ্গোকে (৮ গোল) হটিয়ে শীর্ষে উঠেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

মেসির মতো তার দলও এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে। ১১ ম্যাচে ৬ জয়ে ২১ পয়েন্ট মায়ামির। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিনসিনাটি সিটি ৩ পয়েন্ট পিছিয়ে। অবশ্য দলটি একটি ম্যাচ কম খেলেছে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে তিনদিন ব্যাপী নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী

ঝিনাইদহে তিনদিন ব্যাপী মিনিবার নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনলাইন ভিত্তিক বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির আয়োজনে ঝিনাইদহের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এই

টুর্নামেন্ট গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টায় পুরুস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে সমাপ্তি হয়।

গত বুধবার সন্ধ্যার পরে এই খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। শহর এবং বিভিন্ন উপজেলার ১৬টি দল এই মিনিবার টুর্নামেন্টে অংশগ্রহন করে। প্রতিদিন রাত ২টা পযর্ন্ত হাজার হাজার দর্শক এই খেলা উপভোগ করেন। উদ্বোধনী দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীন উদ্দীন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, জেলা রিপোর্টার ইউনিটের সভাপতি এম এ কাবিরসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

তিব্র প্রতিযোগীতাপুর্ণ এই মিনি বার নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে দুধসর ফুটবল একাদশ, শৈলকুপা, চ্যাম্পিয়ন এবং ঝন্টু ফুটবল একাডেমি রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জণ করে। খেলায় চ্যাম্পিয়ন দলকে ২০হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দল কে ১০ হাজার টাকা প্রাইজমানি উপহার দেওয়া হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহম্মেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি নিজাম জেয়ারদার বাবলু, কাঞ্চন নগর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রদিপ কুমার বিশ্বাস, রিপোটার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম হিরো, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, ডিএসবির ওসি (অপারেশন) কামরুজ্জামন, বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির প্রকাশক মুলতাজম রহমান সাজন, উপদেষ্টা জাকির হোসেন, প্রেসক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য আমিনুল ইসলাম লিটন, বাংলাদেশ বেতারের কোরবান আলী, প্রেসক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকনুজ্জামান মিলন, সাহিত্য সম্পাদক মেহেদী হাসান জিকু, সাংবাদিক জাফর উদ্দীন রাজু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সাবির্ক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বর্তমান ঝিনাইদহ টিভির চেয়ারম্যান ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি সুলতান আল একরাম।

দয়া করে বোলারদের বাঁচান –অশ্বিন

ক্রিকেট মানে ব্যাট-বলের লড়াই। ব্যাটার বোলারকে আবার বোলার ব্যাটারকে চ্যালেঞ্জ জানাবে ক্রিকেটের জন্মলগ্ন থেকে এমনটাই হয়ে আসছে। কিন্তু এবারের আইপিএলে দেখা যাচ্ছে ভিন্নচিত্র। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ব্যাটারদের তাণ্ডবে কোনো কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না বোলারা।

এবারের আইপিএলয়ে বোলাদের চ্যালেঞ্জ তো দূরের কথা উল্টো ব্যাটারদের বেধড়ক পিটুনি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারছেন না। শুক্রবার রাতে যেমন ইডেন গার্ডেনসে বোলারদের বুকে চাকু বসিয়ে যেন ব্যাটিং করলেন ব্যাটাররা। দুই দল মিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে রেকর্ড যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২৩ রান তুলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স-পাঞ্জাব কিংস। রেকর্ড ৪২ ছক্কার এমন রান বন্যার ম্যাচে অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছে বোলাররা।

দুই দলের দুই স্পিনার রাহুল চাহার এবং সুনিল নারাইন ছাড়া বাকি বোলাররা গড়ে ১০ রানের বেশি দিয়েছে। কয়েক জন তো গড়ে ১৬ কিংবা তারচেয়ে বেশি রান দিয়েছে। ম্যাচে এমন ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে মাঠের বাইরে থেকে বোলারদের ব্যথাটা অনুভব করছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তা না হলে গতকালের ম্যাচ নিয়ে এমন পোস্ট শেয়ার করতে না সামাজিক মাধ্যমে।

ক্রিকেট যে এখন ব্যাটারদের খেলা হয়ে যাচ্ছে নিজের পোস্টে সেটারই ইঙ্গিত দিয়েছেন অশ্বিন। ভারতীয় স্পিন কিংবদন্তি লিখেছেন, ‘দয়া করে বোলাদের বাঁচান।’ সঙ্গে তিনবার ‘এসওএস’ লিখেছেন তিনি। যার পূর্ণ রূপ—‘সেভ আওয়ার সোলস’। অর্থাৎ, আমাদের অস্তিত্ব বাঁচান। কলকাতা-পাঞ্জাব ম্যাচ নিয়ে পোস্টটা দিলেও ৩৭ বছর বয়সি অফ স্পিনারের এই আকুতি আসলে বোলাদের অস্তিত্ব রক্ষারই।

এবারের আইপিএলে যেভাবে রানের ফোয়ারা ছুটছে তাতে সামনেও ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে বোলারদের জন্য। ৪২ ম্যাচ শেষে ইতিমধ্যে ২৪ ইনিংসে ২০০ কিংবা তারচেয়ে বেশি দলীয় রান হয়েছে। সবশেষ টুর্নামেন্টে মোট ৩৭ ইনিংসে ২০০ কিংবা তার বেশি রান হয়েছিল। এভাবে চলতে থাকলে রেকর্ডটা যে ভেঙে যাবে সেটা না বললেও চলে।

সঙ্গে আইপিএলের ইতিহাসে বোলার হিসেবে সর্বোচ্চ ৭৩ রান দেওয়ার বিব্রতকর রেকর্ডটিও এবারই হয়েছে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে এমন রের্কডের সাক্ষী হয়েছেন গুজরাট টাইটানসের পেসার মোহিত শর্মা। এবারের টুর্নামেন্টেই ৬৮ রান দিয়ে খরুচে বোলারের তালিকায় শীর্ষ চারে জায়গা পেয়েছেন বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বাঁহাতি পেসার রিচ টপলি। টুর্নামেন্টে শেষে হয়তো আরও অনেকে শীর্ষ পাঁচে যোগ দিতে পারেন।

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ২৬২ রান তাড়া করে ৮ উইকেটে জয়ের পর স্যাম কারানও জানিয়েছেন ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা হয়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাব অধিনায়ক বলেছেন, ‘শিশিরের সঙ্গে ছোট মাঠ, ভেজা বল এবং মাঝে মাঝে ওয়াইড। আপনি ভাবছেন ডট হয়েছে কিন্তু রিভিউয়ে বলটি ওয়াইড। এর অর্থ অতিরিক্ত একটা বল। তাই এখনই বলছি না খেলাটা ব্যাটারদের হয়েছে, তবে সেদিকেই যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত এখন সবাই ছক্কা দেখতে চায়।’

সূত্র: যুগান্তর

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত গতির রাজা উসাইন বোল্ট

সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলেট উসাইন বোল্টকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত করেছে আইসিসি। ক্রিকেটের প্রতি বোল্টের ঝোঁকের কথা প্রায় অনেকেরই জানা। এক চ্যারিটি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে আউট করার রেকর্ডও আছে তার। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও যুক্ত হলেন জ্যামাইকার এই অ্যাথলেট।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইভেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে। বোল্ট মনে করেন, ক্রিকেটের প্রতি দ্রুতই আরও মনোনিবেশ করবে আমেরিকা।

বোল্ট বলেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত হতে পেরে আমি আনন্দিত। ক্যারিবিয়ান থেকে উঠে আসা মানুষ আমি। ক্রিকেট জীবনেরই একটি অংশ। এই খেলাটি সবসময় আমার হৃদয়ে বিশেষ জায়গা নিয়ে আছে। বিশ্বকাপের মতো এমন মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বৈশ্বিকভাবে ক্রিকেটের উন্নতিতে অবদান রাখতে এবং বিশ্বকাপে নিজের শক্তি ও উৎসাহ দিয়ে কাজ করতে মুখিয়ে আছি আমি।’

দেশটিতে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদী বোল্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমেরিকা খেলায় এবং এর তীব্রতায় বিশ্বাস করে। এমন বাজারে ঢোকা আমার কাছে বড় ব্যাপার বলে মনে হয়। যদি তারা এদিকে ঝোঁকে, তাহলে তারা ঠিকঠাকভাবেই এগোবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেমন উৎসাহ থাকবে, তেমন কিছু হলে দারুণ হবে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশি নারী বক্সার জিন্নাত ফেরদৌস

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আফ্রিকার ডারবানে বক্সিংয়ে ইতিহাস গড়েছেন বাংলাদেশি নারী বক্সার জিন্নাত ফেরদৌস। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত নেলসন ম্যান্ডেলা কাপ আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় গতকাল সোনা জয় করেছেন বাংলাদেশের যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বক্সার জিনাত ফেরদৌস। ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে তিনি ফাইনালে হারিয়েছেন ইথিওপিয়ার প্রতিযোগীকে।

বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এটিকে গেল দেড় দশকে দেশের সেরা সাফল্য মনে করেন। বিদেশের মাটিতে এমন সফলতার পর গর্বিত দেশের বক্সিং সংশ্লিষ্টরা।

জিন্নাত ফেরদৌসের বক্সিংয়ে আবির্ভাব গত বছর হঠাৎ করেই। তিনি লাল-সবুজের হয়ে অংশ নেন এশিয়ান গেমসেও। সেখানে যদিও প্রথম বিশ্বমঞ্চে তেমন ভালো কিছু করতে পারেননি।

এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত কোচের কাছে ট্রেনিং চালিয়ে যান জিন্নাত। তার ঝুলিতে অবশেষে সাফল্য ধরা দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা কাপে গোল্ড জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জিন্নাত।

বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম তুহিন বলেছেন, জিন্নাতের স্বর্ণপদক জয় দেশের বক্সিংয়ের জন্য অনেক বড় একটি সফলতা। তার স্বর্ণ জয়ই দেশের সেরা সাফল্য। জিন্নাতের পারফরম্যান্স, অভিজ্ঞতা ও ফাইটিং দক্ষতা খুবই ভালো। আগামী মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু হওয়া ফাইটে ভালো কিছু আশা করতে পারি।’

২৭ দেশের এই টুর্নামেন্টে স্বর্ণ জয়ের পথে জিন্নাত হারিয়েছেন ইথিওপিয়ার সেরা বক্সার গাজিয়া বেথেলহামকে। আর এটাকেই সাম্প্রতিক দেশের বক্সিংয়ে সেরা সাফল্য বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই টুর্নামেন্ট জয়ের অভিজ্ঞতা কাজে দেবে আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকের বাছাইপর্বে।

সূত্র: ইত্তেফাক